তসলিমাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হোক ...

নন্দিনী হোসেন

আর বসে থাকা নয় ! এবার সময় এসেছে সবার এক সঙ্গে সোচ্চার হওয়ার ! আমাদের প্রশ্ন, তসলিমাকে নিয়ে এসব হচ্ছেটা কী? তসলিমার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে তা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এতদিন একটা ভুলের জগতে বাস করছিলাম। ভেবেছিলাম আর যেখানেই হোক, কলকাতায় অন্তত তসলিমার ক্ষতি কেউ করতে পারবেনা। পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও এখানে তাঁর জায়গা হবে ! যেখানে দশকের পর দশক ধরে একচ্ছত্র বামপন্থীদের রাজত্ব চলছে - সেখানে তসলিমার মত মানুষেরা মোটামোটি নিরাপদেই বাস করতে পারার কথা। এখন দেখছি আমার হিসেব কতই না ভুল ছিল!
একজন লেখককে কথা বলতে দেওয়া হবে না, কারণ 'অনুভুতিতে' কার কি আঘাত লাগবে সে জন্য!পৃথিবীতে মানুষের কত হাজারো রকম অনুভুতি আছে, সেসবের হিসেব কে রাখে। না সরকার না সমাজ কারো কোন দায় নেই ! যত দায় সব একটা অদ্ভুত অনুভূতিকে নিয়ে! এখন সমস্বরে সকল সেকুলার মানুষের উচ্চারণ করা উচিত, 'যথেষ্ট হয়েছে' !

কলকাতায়ও দেখি বাংলাদেশের কায়দায় মাথার দাম হাঁকা হয় ! সরকার এসব সহ্য করা শুধু নয়, রীতিমত প্রশ্রয়-ও দেয় ! বাংলাদেশে নাহয় বিএনপি-জামাতের মত প্রতিক্রিয়াশীল দল নিজেদের সুবিধানুযায়ী মোল্লাদের উস্কানী দেয় । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোল্লারা আস্ফালন করবে, একজন লেখককে বের করে দিতে বলবে, আর বামপন্থি একটা সরকার বাধ্য বালকের মত তা শুনবে - এটা ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগছে। তসলিমা তো নতুন করে কিছু বলেননি আজ । যা বলার অনেক আগে-ই বলেছেন। এখন হঠাৎ করে এমন কি হল যার জন্য তসলিমার উপর ক্ষেপে গেল মোল্লারা ? বিমান বসুরা ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে, নিজেদের চেতনার এমন দেউলিয়াত্ব প্রকাশ করলেন, যা সত্যি সত্যি মানবতার জন্য লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। বড় মুখ করে নিজেদের সেক্যুলার বলে পরিচয় দেওয়াটা হবে এখন রীতিমত ভন্ডামী।

আমরা জানি মোল্লারা তলে তলে গোট পাকাচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। এখন নন্দিগ্রাম ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে শুধু। একটা ছোট্ট গুষ্টির আস্ফালনে সরকার এরকম একটা আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিল, যার ফল কিন্তু মোটেই ভাল হবে না। ভবিষ্যতে এদের দাবীর মাত্রা বাড়তেই থাকবে। যে কোন অজুহাতেই অরাজকতা সৃষ্টিকরার প্রয়াস চালাবে এরা। বিমান বসুদের আরেকটা কথা ভাবা উচিত (এটা বাংলাদেশের আওয়ামীলীগের বেলায়ও খাটে) একটা অতি ক্ষুদ্র গুষ্টির ভোটের ঝোল নিজেদের দিকে টানতে গিয়ে, নিজেদের ভোট ব্যাংকেও যে ফাটল ধরতে পারে - সে হিসেবটাও করা ভাল। বেশী চালাকী

করতে গেলে, বুমেরাং ও হতে পারে এবং হয়-ও !

সবশেষে বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দাবী জানাই - তসলিমা নাসরীনকে অনতিবিলম্বে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক !

২৪।১১।০৭

.....

নন্দিনী হোসেন
সম্পাদক, সাতরং
www.satrong.org
nondinihussain@gmail.com